R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিস্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৮ সাল
২৯শে এপ্রিল, ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯, সডাক ১০

ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুরের পুর প্রার্থী সংখ্যায় অদ্ভুত মিল জমা ৮৫ ঃ ৮৫, বাতিল ও প্রত্যাহারের পর ৫১ ঃ ৫১

বিশেষ প্রতিনিধি : ১৫ এপ্রিল পুর নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুর পুরসভায় প্রার্থী সংখ্যার অনুপাত মনোনয়নপত্র বাতিল এবং ২৫ এপ্রিল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের পর প্রার্থী সংখ্যার অনুপাত আশ্চর্য-জনকভাবে একই রয়েছে। উভয় পুরসভাতেই মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল ৮৫ করে। বাতিল ও প্রত্যাহারের পর উভয় পুরসভার প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা এখন ৫১ : ৫১ রয়েছে। এটা অদ্ভুত ধরনের মিল। পার্থক্য শুধু ধুলিয়ান পুরসভায় ওয়ারড ১৪টি, জঙ্গিপুরে ১৫টি। পুরনির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে দু'জন বাদে কংগ্রেস (ই) প্রার্থীরা সকলে তাঁদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ধুলিয়ান পুরসভার ১নং ওয়ারডে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী বিশ্বাস নবাবুদ্দিন এবং ১৩নং ওয়ারডে কংগ্রেস (ই) প্রার্থী আবদুর রউফ নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই কারণে তাঁরা নাম প্রত্যাহার করেননি, করেছেন প্রতীক পরিবর্তন। আর জঙ্গিপুর পুরসভার ৫নং ওয়ারডে বামফ্রন্টের অন্যতম দুই শরীক দল সি পি এম এবং আর এস পি উভয়েই একজন করে প্রার্থী দিয়েছেন। ২৫ এপ্রিল দুই দলের কোন দলই তাঁদের প্রার্থী (সি পি এম এর আবুল হোসেন মণ্ডল, আর এস পির বৈদ্যনাথ দাস) প্রত্যাহার করেননি।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুর্নীতিগ্রস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের হাল

বিশেষ প্রতিনিধি, ধুলিয়ান : কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু গ্রাম ঘুরেছি। গ্রামের মানুষগুলি এক কথায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি অভিযোগের পসরা সাজিয়েছেন। অত্র গ্রাম পঞ্চায়ত কাজের দিকে যতটা না নজর দিয়েছে তার চেয়ে বেশী নজর দিয়েছে অর্থ, চাল ও গম আত্মসাতের দিকে। তাই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ সুফল খুব কমই পেয়েছেন। অনেক গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্য নাকি টাকা, চাল, গম আত্মসাৎ করে বাড়ী, গাড়ী ও সম্পত্তি কিনেছেন। এই গ্রাম পঞ্চায়ত মাধ্যমে যে উন্নতি হয়নি তা নয়। যতটা হওয়া উচিত ছিল তার অর্দ্ধেকও কিন্তু হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যরা যদি সৎ, নির্লোভ ও দেশপ্রেমিক হতেন, নিজের কথা না ভেবে সকলের কথা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দলীয় নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস (ই)-তে বিরোধ

ধুলিয়ান, ২৯ এপ্রিল—সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস (ই)-তে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধ শুরু হয়ে গেছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রের এম এল এ হাজী লুৎফল হক এন এল সি সি সমর্থকদের বেকায়দায় ফেলার জন্য চাল চেলেছেন। জানা গেছে, প্রদেশ কংগ্রেস (ই) থেকে সদস্যভুক্তির জন্য ফর্ম বিলি করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলি পেয়েছেন তাঁরাই যাঁরা দলীয় রাজনীতিতে আই এন টি ইউ সি শিবিরের লোক বলে পরিচিত। এন এল সি সি সমর্থিত কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের তাঁরা কংগ্রেস (ই) বলেই স্বীকার করেন না। প্রকাশ, ধুলিয়ানে আই এন টি ইউ সি থেকে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত কর্মীদের নিয়ে এম এল এ মোঃ সোহরাবের নেতৃত্বে এন এল সি সি অনুমোদিত মুরশিদাবাদ জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন নামে কংগ্রেস (ই) এর মধ্যে পাল্টা একটি বিড়ি সংগঠন তৈরী হয়েছে। সদস্য ফর্ম বিলি নিয়ে এই বৈষম্যে দলের বহু কর্মী ও নেতা ক্ষুব্ধ। হয়েছেন বিভিন্ন ব্লকে তাঁরা জোট বাঁধছেন। জনৈক বিক্ষুব্ধ নেতা জানিয়েছেন, তাঁরা লিখিতভাবে প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি অজিত পাঁজা ও প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিত জানাবেন।

প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলার ২৬টি ব্লকের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে রঘুনাথগঞ্জ—১, সাগরদীঘি, বেলডাঙ্গা, বড়ঞা ও নবগ্রাম এই পাঁচটি ব্লকে 'প্রশিক্ষণ এবং পরিদর্শন' কার্যসূচী চালু করেছেন মুরশিদাবাদের মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকার। কৃষিবিভাগ এর উদ্যোক্তা। এই প্রকল্পে বর্গাদার, পাট্টাদার, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং অন্যান্য চাষীর জন্য নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চা-য়েতের নির্দিষ্ট স্থানে হাতে-কলমে চাষবাসের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা। এ ছাড়াও তাঁরা ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন, রোগপোকা আগাছা দমন এবং মাটি পরীক্ষা ইত্যাদি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার

দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দাদাঠাকুর রচনা সম্ভার প্রকাশের পথে। প্রথম খণ্ড জুন মাসে প্রকাশিত হইতেছে। অগ্রিম দশ টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক তালিকাভুক্ত হইবার ঠিকানা :

অনুত্তম পণ্ডিত
C/o. পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুরশিদাবাদ)

দাদাঠাকুর শতবার্ষিকী

নিজস্ব সংবাদদাতা : এবার ১৩ বৈশাখ (ইং ২৬ এপ্রিল) ছিল দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের জন্মশতবর্ষ পূর্তি দিবস। এই উপলক্ষে কলকাতা, নৈহাটী, রঘুনাথগঞ্জ, অরঙ্গাবাদসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতার শিশির মঞ্চে ওই দিন দাদাঠাকুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লা। স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ এবং দাদাঠাকুর চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। দাদাঠাকুরের নামে কলকাতার একটি

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তথ্য দপ্তর ঃ শো-কজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ সম্প্রতি জঙ্গিপুর সংবাদে বেরিয়েছে, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সেই সমস্ত অভি-যোগের কারণ দর্শাবার জন্য মহকুমা তথ্য আধিকারিককে শো-কজ করে-ছেন। এক সাক্ষাৎকারে জেলা তথ্য আধিকারিক আমাদের প্রতিনিধিকে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি আরে জানিয়েছেন, শো-কজের উত্তর এখনও তিনি পাননি। তাছাড়া স্থানীয় কোন নাগরিকের কাছ থেকেও তিনি মহকুমা তথ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাননি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৮

দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ

গত ১৩ই বৈশাখ দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে বিবিধ অনুষ্ঠানাদি হইয়া গিয়াছে। এই মহকুমা শহরে এবং অরঙ্গাবাদ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের হিন্দু মিলন মন্দিরে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

দাদাঠাকুর ছিলেন গ্রাম-বাংলার এক সার্থক রূপকার। বাংলার সমাজ, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাঁহার এক বিশিষ্ট আসন ছিল। কর্মের সাধনা লইয়া তাঁহার জীবনযাত্রা শুরু হয়। শৈশবেই তিনি মাতা ও পিতাকে হারান। পিতৃব্যের অভিভাবকত্বে তিনি দৈন্য-দারিদ্র্য ও নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি লাভ করেন। এইজন্য তাঁহার চরিত্র হইয়াছিল বজ্রকঠিন অথচ প্রাণ ছিল কুসুমকোমল। সমাজজীবনের পঙ্কিলতায় তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন তাঁহার বিভিন্ন রচনায়, কথায় ও গানে। বাঙ্গালীর স্বাবলম্বিতার অভাব লক্ষ্য করিয়াই তিনি দৃপ্ততেজে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় তাঁহার 'বোতল পুরাণ' ফিরি করিতেন আর গাহিতেন—"হিউমার স্যাটায়ার উইট্ আর ইন্ মাই পাব্‌লিকেশন/জেন্টলমেন রীড্ ইট্ ওয়ান্‌স্ ফর্ ইভর্ রিল্যাকসেসন্'। নিষ্ঠুর পণপ্রথার বিরুদ্ধে বহু লেখা ও ব্যঙ্গ কবিতা তাঁহার আছে। উপেক্ষিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের কাছে তিনি জাগরণের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন 'বাঁশি বাজরে বাজ' কবিতার মধ্য দিয়া। আমলাতন্ত্রের জুলুম, জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হইয়াছিলেন। দাদাঠাকুর ছিলেন প্রকৃত সমাজবিপ্লবী। কর্মনিষ্ঠা তাঁহার এমনই প্রবল ছিল যে, কোন বাধা তাঁহাকে দমিত করিতে পারে নাই। তাই ছাপান প্রশ্নপত্র মাথায় করিয়া বন্যার জল ভাঙ্গিয়া তিনি নির্দিষ্ট সময়ে তাহা বিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা যেন এক কিংবদন্তী-কথা। হাস্যপরিহাস ও রসরচনায় তিনি একদিকে সিদ্ধহস্ত অপরদিকে সিদ্ধবাক্ ছিলেন।

নিজে চরম দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া দরিদ্রের দুঃখজ্বালা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেন এবং সেইজন্যই গোপনে বহু দুঃস্থকে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। অথচ নিজে ছিলেন আত্মপ্রচারবিমুখ। জীবনে সুখের মুখ দেখিয়াও মুড়ি-চিড়া ছাতু-গুড় তিনি ছাড়েন নাই। স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা, স্বাবলম্বিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণে দাদাঠাকুর আজ প্রবাদপুরুষ হইয়াছেন।

তৎপ্রবর্তিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'জঙ্গিপুর সংবাদ' তাঁহার সেই কর্মধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

দাদাঠাকুর শতবার্ষিকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাস্তার নামকরণ, কলকাতায় দাদাঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং হাস্য-কৌতুক নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। বক্তব্য রাখেন ডঃ রমা চৌধুরী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শশাঙ্কশেখর সান্যাল প্রমুখ। নৈহাটীর স্মরণসভায় দাদাঠাকুরের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। জঙ্গিপুর মহকুমা দাদাঠাকুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে ১৩ বৈশাখ রঘুনাথগঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং স্মৃতিচারণ করেন হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কালীপদ ঘোষ দস্তিদার, বিশ্বনাথ রায়, ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ডঃ দিলীপ ঘোষ, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল রায় প্রমুখ। চিঠি প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণ লিখে পাঠান কুমারেশ ঘোষ, নলিনীকান্ত সরকার, নারায়ণ চৌধুরী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ, অতুল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এখানে দাদাঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার কথা বলেন জঙ্গিপুর পুরসভার সহ সভাপতি নিমাই সেনগুপ্ত। একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে বলে বরুণ রায় জানান। একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। হাসির গান পরিবেশন করেন মানিক চট্টোপাধ্যায়। অরঙ্গবাদ হিন্দু মিলন মন্দিরের প্রণবানন্দ ছাত্রাবাসে ওই দিন দাদাঠাকুর সম্পর্কে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ডি এন কলেজের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। আলোচনা করেন নিমাই মহারাজ, সেবক শ্যামল প্রমুখ।

দাদাঠাকুরের জন্মস্থান বীরভূম জেলার নলহাটী থানার সিমলান্দি গ্রামে ওই দিন একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

দাদাঠাকুর শতবার্ষিকী

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের শতবর্ষ উপলক্ষে সেই অতুলনীয় মানুষটিকে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে স্মরণ করছি। জুতো-হীন পা জামাহীন গা ধুতি-চাদরধারী এই আত্মপ্রত্যয়ে অবিচল মানুষটি আধুনিকতা ও তার সমস্ত জাঁকজমককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার জন্যেই যেন জন্মেছিলেন। অথচ তাঁর এই অস্বীকৃতির পিছনে ছিল না কোন অহংকার, কোন আত্ম ঘোষণার আড়ম্বর। সেকালের আকাশ থেকে যেন তিনি নিঃশব্দে একালের মাটিতে নেমে এসেছিলেন এবং একালের জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধ্যান ধারণার মর্তলোকে গভীরভাবে প্রবেশ করলেও, দেহ থেকে সেকালকে ষোল আনা ঝেড়ে ফেলেন নি। ভাষা ভূষা আদব-কায়দা খাদ্য পানীয় কোথাও কোন আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেননি, আবার কোথাও দৈন্য বা হীনমন্যতার মালিন্যকেও কাছে ঘেঁষতে দেন নি। তাঁর মত মানুষ তাই দ্বিতীয় আর দেখিনি। বাকপটুতায়, প্রতিটি কথার পিঠে লাগসই কথা বলায়, সমধর্মী শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে রসসৃষ্টি করায়, পরস্পর বিরোধী শব্দের সংঘাতে বাক্যকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করায় তাঁর জুড়ী একমাত্র দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চলা বলা কথাবার্তা আচার আচরণ সবই ছিল ঐশ্বর্যময় অলংকৃত অভিজাত পর্যায়ের, যার নাগাল পাওয়ার জন্যে দরকার হত বিদগ্ধ মানসিকতার। দাদাঠাকুর সে জায়গায় ছিলেন একান্ত আটপৌরে, সহজগম্য, সর্বজনবোধ্য। এই কারণেই তিনি ছিলেন সকলের মনের মানুষ। ব্যক্তিগত জীবন তাঁর ছিল পৌরুষ অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়ের এক সমুজ্জ্বল উদাহরণ। নিজের যাত্রাপথ তাঁকে নিজেই তৈরী করে নিতে হয়েছে। অথচ কোথাও মাথা নোয়াননি, কোথাও সুড়ঙ্গ পথে অনুপ্রবেশের দ্বারা কার্য হাসিলের চেষ্টা করেন নি। অর্থাৎ সুখে বিগতস্পৃহ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমন স্থিতধী বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। তাঁর এই ব্যক্তিত্বের দ্যুতিই প্রতিফলিত হত তাঁর সব কথায় সব কাজে সমস্ত লেখায়। তাঁর লিখিত কবিতা নক্সা ছড়াগুলিকে তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সেগুলো লেখা মাত্র। যাঁরা তাঁকে সেগুলি আবৃত্তি করতে, গাইতে, ব্যাখ্যা করতে শুনেছেন, তাঁরাই শুধু জানেন তারা কি অমূল্য বস্তু ছিল! এই উল্লাসহীন আত্মসর্বস্বতার দিনে তিনি ছিলেন কৌতুকের দুকূলপ্লাবি বন্যার মত। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত অপণ্ডিত, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে অভিভূত উদ্বেলিত করে তোলার এ দক্ষতা এযুগে আর কি কারো ছিল? বহুবার বহু পরিবেশে তাঁর সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। বহু জায়গায় গিয়েছি তাঁর সহযাত্রী হয়ে। সব চেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত গোপাল ভাঁড় উৎসবে তাঁর উপস্থিতি। সেখানে হারীতকৃষ্ণ দেব তাঁকে জন্মান্তর পথে নূতন করে আবির্ভূত ইংরেজী নবীশ গোপাল ভাঁড় অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। এটিই তাঁর সার্থক পরিচিতি কিনা বলতে পারিনা। তবে স্বয়ং দাদাঠাকুর এতে প্রীত হয়ে এটি কবুল করে নিয়েছিলেন, তা লক্ষ্য করেছি। শতবর্ষ উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছি, এবং তাঁর রচনাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশের দ্রুত ব্যবস্থা হোক, এই প্রস্তাব করছি উদ্যোক্তাদের কাছে।

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা

পণ্ডিত ষ্টেশনার্স

রঘুনাথগঞ্জ

গবাদি পশু লুঠ

ধুলিয়ান, ২৮ এপরিল—সম্প্রতি সামসেরগঞ্জ ব্লকের অনন্তপুরে একদল দুষ্কৃতকারী গবাদি পশু লুঠ করে বলে জানা যায়। তারা বাঙলাদেশ থেকে এসে গভীর রাত্রে হানা দেয় এবং চারজন গ্রামবাসীকে ঘায়েল করে ৬টি মোষ ও ৩টি গরু ধরে নিয়ে যায়। পরে দুটি গরু ও একটি মোষকে আহত অবস্থায় পাওয়া যায়। আহত গ্রামবাসীদের মধ্যে নকুল মণ্ডলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। কাছাকাছি বি এস এফ ক্যাম্প থাকতেও প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটে, লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রীও পাচার হয়ে যায় বলে অভিযোগ।

আদিবাসী কৃষক প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি, ২৪ এপরিল—সম্প্রতি সাগরদীঘি কৃষি বীজ খামারে একশো আদিবাসী কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শিবিরে মহকুমা ও জেলা কৃষিবিদ্‌রা মাটি পরীক্ষা, সুষম সার প্রয়োগ, উন্নত বীজ বপন, পরিচর্যা, কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ, বীজ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

সুতি ১নং ব্লকে অনুরূপ একটি কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে ২৫ জন চাষীকে আধুনিক কৃষিকাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও সোয়াবিনের তৈরী উপাদেয় খাদ্যবস্তু সম্পর্কে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আবার ভোটার তালিকা

নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ২৮৫টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬টি বাদ দিয়ে বাকি সবগুলির ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন। ৩৬টির মধ্যে ১৫টিতে উপনির্বাচন স্থগিত আছে এবং কলকাতার ২১টি কেন্দ্রের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ এগিয়ে চলেছে। বাকীগুলি সংশোধনের জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে ভোটারদের নাম সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে ১ এপরিল থেকে, চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৪ আগষ্ট। দাবি অথবা আপত্তি জানানোর শেষ দিন ১৪ সেপটেম্বর। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকাশ করা হবে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

চাষির মুখে হাসি নেই

এন সরকার : ১৯৮৭র রবি মরশুম শেষ। আলু সরষের পাট চুকেছে। গম কাটাও শেষ হয়েছে। কিন্তু কেমন হলো সরষে, গমের ফলনই বা কেমন ? সমসেরগঞ্জ ব্লকের বেশীর ভাগ গম চাষীদের কাছে গমের চাষে এখন আর তেমন উৎসাহের সুর শোনা যাচ্ছে না। অনেকে তো ক্ষোভের সংগে বলেই ফেললেন, এবারই নাকি তাঁদের শেষবারের মতো গম চাষ। এই নিরুৎসাহের কারণ জলসেচের অভাব। তা ছাড়া পর পর কয়েক দফা বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষীরা ফসল পাননি। দেনার দায়ে হাত পা বাঁধা আছে অনেকেরই। জনৈক পঞ্চায়ত সমিতির সদস্য দাবি করলেন, পঞ্চায়ত মারফৎ মিনিকিট সরবরাহের জন্য অনেকেই গম চাষে উৎসাহ পেয়েছেন, তবে জলসেচ প্রভৃতি আনুসঙ্গিক উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা চাষীদের আশাহত করেছে। গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ কর্মসূচী অনুযায়ী মাঠে মাঠে খাম্বা থাকা সত্ত্বেও কার্যতঃ সেগুলি অচল। বর্তমানে চাষ কার্যে যে খরচ হয় তদনুপাতে ফসল পাওয়া যায় না। তাই সব মিলিয়ে চাষীরা যেন তাল-বেতাল হয়ে পড়ছে। এবার রবি শস্য মোটেই ফলন নেই। সুতরাং মহাজন কি তার পাওনা-গণ্ডা আদায় করে নেবে না ? সমসেরগঞ্জ ব্লকের চাষীর মুখে তাই বোধ হয় হাসি নেই।

'কাজ অথবা জেল'

ফরাক্কা ব্যুরো : 'কাজ অথবা জেল' এই দাবি তুলে ফরাক্কা মালদহ যুব সঙ্ঘ আন্দোলন শুরু করছেন। প্রয়োজনে যুব সঙ্ঘের সদস্যরা সমস্ত ট্রেন আটক করবেন। বেকারীর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যই যুব সঙ্ঘ ব্যাপক আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছেন। ফরাক্কা মালদহ যুব সঙ্ঘের সম্পাদক ডাঃ মোস্তফা এই খবর দিয়ে বলেছেন, আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

TENDER NOTICE

Abridged Tender Notice no. 1 of 1981-82 of Ganga Anti Erosion Division, Raghunathganj.

Sealed tenders are invited in WBF no. 2911 from Class-I & II of I. & W. Deptt (as applicable as per rules) and bonafide outside contractors for works on the rt. bank of river Ganga, detailed below by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P.O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad. Estimated cost and earnest money are :—

1) Repair works to the d/s of spur no. L3 in mouza Sekhalipur, Boira, Beel-bora kopra ; Rs. 1,44,286/- Rs. 2886/-

2) Repairs & restoration to the existing bank pitching at Bajitpur and other works from Imambari to Bajitpur at Aurangabad reach. Group-I, Rs. 5,53,877/- Rs. 11,078/-

3) -do- -do- -do- Group -II, Rs. 5,53,875/- Rs. 11,078/-

4) Repairs & restoration to spur no. 14 & 15 at Dhulian reach. Rs. 81,263/-, Rs. 1,625/-

5) Repairs & restoration to spur no. 16,17,18 at Dhulian reach Rs. 88,613/-, Rs. 1,772/-

6) Repairs and restoration to spur no. 19,20 & 21 at Dhulian reach, Rs. 94,390/-, Rs. 1,888/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4-00 P. M. in any working days. 1st & 3rd saturdays upto 1-00 P. M. only. Last date of application for purchasing tender form is 18.5.81 upto 1-00 P. M. Last date for receipt of tender is 20.5.81 upto 3-00 P. M.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

প্রত্যাহারের পর ৫১ : ৫১

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৫ এপরিল ছিল নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন। ওই দিন ধুলিয়ান পুরসভায় নির্বাচনী আসর থেকে সরে দাঁড়ান ৩১ জন, জঙ্গিপুর পুরসভায় নাম প্রত্যাহার করেন ২৬ জন। তার আগে পরীক্ষার সময় মনোনয়নপত্র বাতিল হয় ধুলিয়ান পুরসভায় ৩ জনের, জঙ্গিপুর পুরসভায় ৮ জনের। উভয় পুরসভায় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ৮৫ জন করে, এখন প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো ৫১ জন করে। ধুলিয়ান পুরসভায় দলগত অবস্থা এখন সি পি এম—১০, আর এস পি—১, সি পি আই—১, ভারতীয় জনতা পার্টি—৪, মুসলীম লীগ (নির্দ্দল হয়ে)—৭ এবং নির্দ্দল—২৮ জন। মোট ৫১ জন। জঙ্গিপুরে সি পি এম—৯, আর এস পি—৫, সি পি আই—১, ফরওয়ারড ব্লক—১, কংগ্রেস (ইউ)—১ এবং নির্দ্দল—৩৪ জন। মোট ৫১ জন। ধুলিয়ানে দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে ৩টি ওয়ারডে, ত্রিমুখী ৬টি ওয়ারডে। জঙ্গিপুরে দ্বিমুখী লড়াই হবে ৫টি ওয়ারডে, ত্রিমুখী ৪টি ওয়ারডে। ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুরে দ্বিমুখী ও ত্রিমুখী লড়াই-এর যোগফলেও অদ্ভুত মিল রয়েছে। উভয় পুরসভায় দ্বিমুখী ও ত্রিমুখী লড়াই-এর যোগফল ৯টি করে ওয়ারড। উভয় পুরসভার বাকী ওয়ারডগুলিতে লড়াই হবে বহুমুখী। ধুলিয়ানে সর্বাধিক প্রার্থী ৮ জন তিন নং ওয়ারডে, জঙ্গিপুরে ৭ জন এগারো নং ওয়ারডে।

উভয় পুরসভার প্রার্থীসংখ্যা :—

ওয়ারড নং	ধুলিয়ান	জঙ্গিপুর
১	৫	২
২	৩	৩
৩	৮	৫
৪	২	৩
৫	৪	৪
৬	২	৩
৭	২	২
৮	৩	২
৯	৬	২
১০	৩	৩
১১	৩	৭
১২	৩	২
১৩	৪	৪
১৪	৩	৪
১৫	×	৫
মোট—	৫১	৫১

উভয় পুরসভার দলগত অবস্থা :—

দল	ধুলিয়ান	জঙ্গিপুর
সি পি এম	১০	৯
আর এস পি	১	৫
ফরওয়ারড ব্লক	×	১
সি পি আই	১	১
বি জে পি	৪	×
মুসলীম লীগ (নিঃ)	৭	×
কংগ্রেস (ইউ)	×	১
নির্দ্দল	২৮	৩৪
মোট—	৫১	৫১

প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাজে চাষীদের সহায়তা করছেন। আর এ কাজে জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিককে সহায়তা করছেন জেলা প্রশিক্ষণ আধিকারিক সুধীর সাহা, মহকুমা কৃষি আধিকারিক রমানাথ চন্দ ও বীরেন গাঙ্গুলী, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক দীনেন্দুশেখর পাল প্রমুখ। সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের সেণ্ডা গ্রামে প্রশিক্ষণ এবং পরিদর্শন কার্যসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন জেলা শস্যরক্ষা আধিকারিক ডঃ নীলয় পাড়ুই, কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এই কার্যসূচী গ্রামের চাষীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের হাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাবতেন তা'হলে কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়তের গ্রামগুলির চেহারাই পালটে যেত। এখানে এসে গ্রাম পঞ্চায়ত হোমরাচোমরাদের অনেক কীর্তি-কাহিনী শুনলাম। খুবই রোমাঞ্চকর ও দুর্লভ ঘটনা বলে মনে হল। সে সব কথা লেখার অবকাশ এখানে নেই। লিখতে গেলে তা মহাভারতের আকার নেবে। এতদঞ্চল কৃষি-ব্যবসা-শিল্প সব দিক থেকেই অবহেলিত। অনাহারে, অর্ধাহারে ও বেকার দিন কাটায় অধিকাংশ মানুষ, অধিকাংশ সময়। গ্রাম পঞ্চায়ত যেখানে সাফল্যের চাবিকাঠি হতে পারত সেই গ্রাম পঞ্চায়ত দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত। রাজ্য সরকার এই অবহেলিত গ্রাম পঞ্চায়তটির দিকে নজর দিন। গ্রাম পঞ্চায়ত থেকে দুর্নীতিগ্রস্তদের চিরতরে হটিয়ে দিন। গ্রামের মানুষগুলির বেঁচে থাকার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করুন। গরীব ও মেহনতী মানুষ আপনাদের তা হলে সাধুবাদ জানাবে। এ অভিমত জনসাধারণের।

২৪শে মে ভ্রমণের জন্য চলুন

শ্রীবীর ট্রাভেলস দ্বারা লাক্সারী বাসে ভারত ভ্রমণের পর আবার যাত্রীদের বিশেষ অনুরোধে ৪৫ দিনের তীর্থযাত্রা। এবং দর্শনীয় স্থান দেখার অপূর্ব সুযোগ।

দর্শনীয় স্থান : মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, বিরাটনগর, পশুপতিনাথ, কাটমুণ্ডু, বীরগঞ্জ বর্ডার, গোরক্ষপুর, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, নৈনিতাল, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী, বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, ঋষিকেশ, লক্ষ্মণঝুলা, হরিদ্বার, মানসুরী দেরাদুন, সিমলা, চণ্ডীগড়, গুলমার্গ, পহলগাম, শ্রীনগর (কাশ্মীর), বৈষ্ণবদেবী, জম্মু, অমৃতসর, অম্বালা, কুরুক্ষেত্র, পাণিপথ, দিল্লী, বৃন্দাবন, মথুরা দয়ালবাগ, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, প্রয়াগ বিন্ধ্যাচল, মির্জাপুর, বারাণসী কাশী, বৌদ্ধগয়া, গয়া, রাজগীর, নালন্দা, জসিডি, দেওঘর, বাসুকীনাথ, মুর্শিদাবাদ।

বাসভাড়া, আবাস, দেশী ঘি দ্বারা তৈয়ারী নিরামিষ ভোজন এবং চা ও জল খাবার সমস্ত খরচসহ ২০০০ টাকা প্রতি যাত্রী। নিজের আসন সুরক্ষিত করিবার জন্য ৫০০ টাকা অগ্রিম SHREEVEER TRAVELS নামে ড্রাফট বা নগদ ১৮ মে, '৮১ এর মধ্যে পাঠাবেন।

নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : ১। শ্রীবীর ট্রাভলস, বীরেন্দ্রকুমার জৈন, পাকুড় (এস পি), ২। শ্রীবীর ট্রাভেলস দ্বারা পবনকুমার জৈন, ১৬১/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গুর বিল্ডিং কামরা নং ১৯, কলিকাতা—৭। ৩। বংশীধর জ্ঞানচাঁদ (ধুলিয়ান) মুর্শিদাবাদ ফোন-৫২। ৪। রূপ ডিস্ট্রীবিউটার, আগড়া ফোন-৭০৯

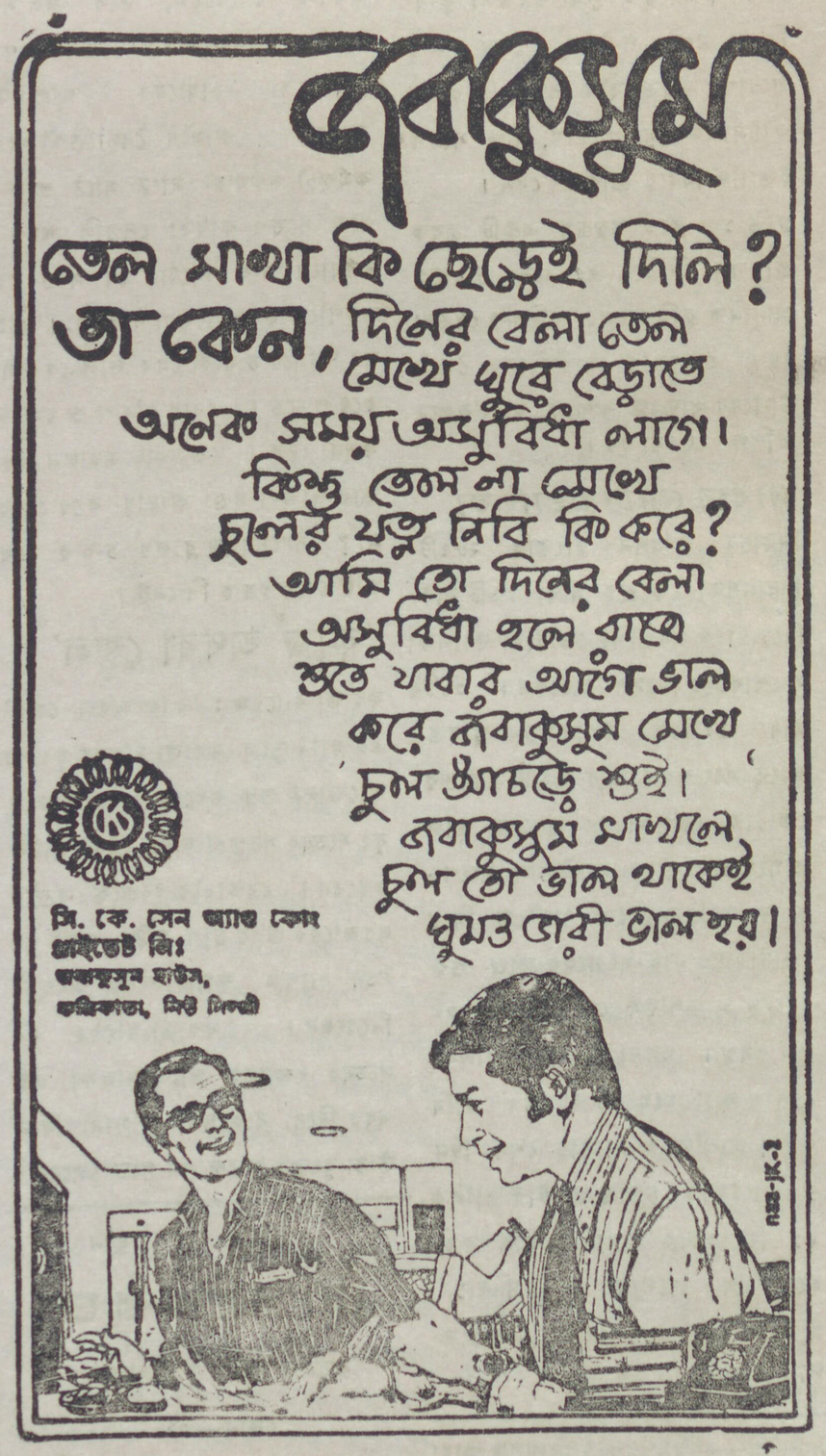

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত